আগামী নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী হবে – মুজিবনগর দিবসে বক্তারা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মুজিবনগরে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন করা হয়েছে। দিনব্যাপী নানা কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলায় সাধারণ ছুটি ঘোষনা করা হয়। ভোরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও মুজিবনগর থানার ওসি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দিবসের কর্মসূচী শুরু করেন। পরে সকাল ৯টায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পন করেন। পরে সকাল ১১টায় শেখ হাসিনা মঞ্চে দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ এমপি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, কেন্দ্রীয় সদস্য অ্যাড. আমিরুল আলম এমপি, পারভিন জামান কল্পনা, অ্যাড, গ্লোরিয়া ঝর্ণা এমপি, নির্মল চ্যাটার্জি, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি, তৎকালীন সাবেক এসপি মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। সমাবেশ পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগের খুলনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ বলেন, আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচন। এখন থেকে ষড়যন্ত্রের আভাস হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আমরা কিন্তু টের পাচ্ছি। শেখ হাসিনা কাউকে ছাড় দিবেন না। যারা ষড়যন্ত্রকারী আমরা তাদের হুশিয়ার করছি। বাংলার জনগণ বারবার পলাশির যড়যন্ত্র দেখতে চায় না। আরেকটা পলাশি আপনাদের আর কোন দিন করতে দেওয়া হবে। তাই আসুন শেখ হাসিনার ঝাণ্ডার তলে ঐক্যবদ্ধ থেকে আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, ঐতিহাসিক ১৭ এপ্রিলে পরিস্কার করে বলতে চাই, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী হবে। যে সংবিধানের জন্য আমাদের ৩০ লক্ষ মানুষকে প্রাণ িেদেত হয়েছিলো। যে সংবিধানের জন্য ২ লক্ষ মা বোনের সম্ভব দিতে হয়েছিলো। যে সংবিধানের জন্য আমরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলাম। সেই সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে। যাদের নির্বাচন করার সক্ষমতা আছে তারাই নির্বাচনে আসবেন। নির্বাচনে অংশ নিয়ে প্রমান করবেন জনগণন কাকে চায় বা কাকে চায় না। ওই রাজপথে দাড়িয়ে ভাষণ দিয়ে জনগণ কার পক্ষে আছে এটা বলার সুযোগ নেই।

সভাপতির বক্তব্য আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিম বলেন, জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র নেতা। যিনি মুক্তিযুদ্ধের সকল কর্মসূচী ঘোষণা করার একমাত্র মালিক ছিলেন। বর্তমান অপরাজনীতির বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মোকাবেলা করবোই।
এর আগে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পন করেন। সমাবেশে আগে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন চিত্র নিয়ে আনসার ও ভিডিপির সদস্যরা গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করেন।

চুয়াডাঙ্গায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক( সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ

আমিনুল ইসলাম খান বলেন, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এই দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনেক বেশি। এই দিবসের সাথে চুয়াডাঙ্গা জেলার অগ্রণী ভূমিকা ছিলো। উন্নত বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে আমাদের অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জাগ্রত হতে হবে।

এ সময় তিনি সকল শিক্ষার্থীদের আহবান করে বলেন, তোমাদের সঠিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে হবে ও সঠিক মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নিজেদের গঠন করতে হবে।

ঐতিহাসিক মুজিব নগর দিবসের আলোচনা সভা শেষে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট মসজিদের পেশ ইমাম দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার( অর্থ ও প্রশাসন) আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান, চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আবু রাশেদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের সম্পাদক মোঃ জাহিদুল হাসান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার( ভূমি) মাজহারুল ইসলাম সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

সারাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা চুড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক

মন্ত্রী

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ২২ টি বাদে সারা দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা চুড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। উপজেলা ভিত্তিক মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে দেওয়া হয়েছে। তবে, উপজেলা পর্যায়ের যাচাই বাছাই কমিটি যাদের নাম মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা থেকে নামুঞ্জর করেছে তাদেরকে আপিল করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এখনো ২২ টি উপজেলাতে যাচাই বাছাইয়ের কাজ বাকি আছে। সেজন্য অল্পকিছু মুক্তিযোদ্ধাদের আপিল নিস্পত্তি অপেক্ষামান। সেগুলো আগামী জুন মাসের মধ্যে নিস্পত্তি হয়ে যাবে।

আজ ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে আয়োজতি দিনব্যাপি বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে স্মৃতিসৌধে পুস্পার্ঘ অর্পণশেষে সাংবাদিকদের দেওয়া বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এমপি। এসময় বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রাজাকারদের তালিকা প্রণয়ন প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, আগে রাজাকারদের তালিকা তৈরী করার বৈধ কোনো এখতিয়ার জাতীয় মুক্তিযোদ্ধ কাউন্সিলের ছিলনা। বিগত দিনে এ নিয়ে জাতীয় সংসদে আইন পাশ করা হয়েছে। ৭১ সালে যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিল। রাজাকার আলবদর আল সামস স্বাধীনতা বিরোধীদের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য এবং কি প্রক্রিয়ায় হবে সেটিই সংসদে পাশ করা হয়েছে।

এখন আমরা মুক্তিযুদ্ধ সংসদীয় কমিটির সভাপতি শাহাজান খান এমপিকে আহবায়ক করে কমিটি গঠণ ও রাজাকারদর তালিকা প্রনয়নের দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই কমিটির মাধ্যমে খুব অল্পদিনেই রাজাকারদের তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করা হবে।

সামনের জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের কোনো আবির্ভাব লক্ষ করছেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, উগ্র মৌলবাদ, জঙ্গী তৎপরতা প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ১৯৭১ সালে যারা আমাদের এই মহান স্বাধীনতাকে মেনে নেননি, সেইদিনেও তারা বিরোধীতা করেছিল, তাদের বংশধরেরা এখন আরও বেশী

সংঘবদ্ধ। তারা যখনি কোনো সময় সুযোগ পাই, তখনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বপক্ষের সরকারকে বিব্রত এবং মহান স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আজকের সফল রাষ্ট্র নায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই সরকার ওই সব অপশক্তিকে দমণ করে রেখেছে।

তবে, দেশী বিদেশী প্ররোচনায় ওই অপশক্তি দেশের স্বাভাবিক অবস্থাকে দিগম্বর করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এই অপশক্তি যাতে এইদেশে শিকড় গাড়তে না পারে সেই জন্য সরকার, আইনশৃংখলাবাহিনী, জনগণ ও মুক্তিযুদ্ধের সকল পক্ষ সচেতন রয়েছে।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচী শুরু

আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মুজিবনগর স্মৃতিশৌধে পুস্পমাল্য অর্পণ, গার্ড অফ অনার প্রদান ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শণের মধ্য দিয়ে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

সকাল ৯ টার সময় মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, জনপ্রশাসন প্রতমিন্ত্রী, মেহেরপুর জেলা প্রশাসন মুজিবনগর স্মৃতি সৌধে পুস্পমাল্য অর্পণ করেন।

মুজিবনগর আম্রকাননে শেখ হাসিনা মঞ্চে সকাল ১০.৪৫ টায় মুজিবনগর দিবসের বিশাল জন সভায় অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশাল জন সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক

এমপি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখবেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খাজা মিয়া, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাসিম এমপি, মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক এমপি, অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের উপদফতর সম্পাদক সায়েম খান, কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের সদস্য পারভীন জামান কল্পনা এমপি, গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এমপি, মেহেরপুর-২ আসনের এমপি ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক ।

এছাড়া যোগ দেবেন বিভিন্ন স্থান থেকে আসা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন জেলার এমপিসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ।

সকাল ৬ টার সময় মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলন করে মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচীর উদ্বোধন উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ কুমার ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল।

মুজিবনগরের নতুন প্রকল্পের কাজ

শুরু কবে ?

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথের স্মৃতিবিজড়িত স্থান মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রথম সরকারের শপথের মধ্যে দিয়ে যার নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। স্বাধীনতার ৫২ বছরে মুজিবনগরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র, ৫০০ মিটার দৈর্ঘ্যর স্বাধীনতা সড়ক বাস্তবায়ন হয়েছে। যে সড়ক দিয়ে যাত্রী পারাপার ও পণ্য আমদানী রপ্তানীর জন্য গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে স্থলবন্দরের। সে গেজেট প্রকাশও বছর গড়িয়েছে। এছাড়া নতুন করে চারশ নয় কোটি নয় লক্ষ টাকা বরাদ্দের আন্তর্জাতিক মানের ‘মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প’ নামে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।

নতুন প্রস্তাবিত প্রকল্প সম্পন্ন হলে পাল্টে যাবে মুজিবনগরের চিত্র। মুজিবনগরকে দেখেই পুরো মুক্তিযুদ্ধের চিত্রপট পর্যটকের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওবেয়সাইট থেকে জানা গেছে, ২০২১ সালের ২০মে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখান থেকে কিছু সংশোধনী দেওয়া হয়েছে। সে সংশোধনীতে এখনো আটকে রয়েছে প্রকল্পটি।

নতুন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্কাল্পচার গার্ডেন, বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার মেমোরিয়াল মুর্যাল ও শপথ গ্রহণের গ্রাউণ্ড, শেখ হাসিনা মঞ্চ, প্যানোরমা ও অ্যাম্পি থিয়েটার, হিস্টোরি ওয়াক, ৩ তলা বিশিষ্ট অ্যাডমিন ব্লক, ২ তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ব্লক, ৪তলা বিশিষ্ট ট্রেণিং সেন্টার, ৪তলা বিশিষ্ট অফিসার্স ও স্টাফ কোয়ার্টার, সুইমিং পুল, ফুড জিয়স্ক ও রেস্ট রুম, রেন্টাল সপ, ওয়াচ টাওয়ার, ভিভিআইপি ও ভিআইপি পার্কিং, সাধারণ পার্কিং, মাছ ধরার ডেক, রোপ ওয়ে, ২তলা বিশিষ্ট বোট ক্লাব, সুপেয় পানির ডিসপেনসার, ব্যাংক প্রটেকশনসহ লেক, ব্রীজ, কনটোর্স, আইসল্যাণ্ড, ওয়াচ ওয়ে, চালকদের আবাসন, শিশু পরিবার ও ডরমেটরি, ২তলা বিশিষ্ট স্কুল, টেনিস কাম বাস্কেটবল কোর্ট, প্লে গ্রাউণ্ড, লেজার শো ওয়াটার শিল্ড।
আর এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে হলে নতুন ৫৬.০৫ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। সবমিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্রটি ১২৭ একরে রুপ নেবে। জমি অধিগ্রহণসহ নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ ধরা হয়েছে প্রায় ৪১০ কোটি টাকা। প্রয়োজনে প্রকল্পের অর্থের বাড়ানো হবে এমনটা জানা গেছে।

প্রায় দুই যুগ আগে ৭২ একর জমি অধিগ্রহণ করে প্রায় তিনশ কোটি টাকা ব্যয়ে বৈদ্যনাথতলায় নির্মাণ করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র। তবে নির্মিত বেশ কিছু স্থাপনায় ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। প্রকল্পের মধ্যে ৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর ভিত্তিক বাংলাদেশ মানচিত্র নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে ১০ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়নি। মানচিত্রে পুরো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন চিত্র ফুটে উঠলেও মুজিবনগরের শপথ নেওয়ার কোন চিত্র সেখানে স্থান পায়নি। গার্ড অব অনারের ভাস্কর্যে ১২ জন আনসার সদস্যর বিপরীতে দেখানো হয়েছে ৮ জনকে। মানচিত্রে সেক্টর ভিত্তিক কমাণ্ডারদের ভাস্কর্যও নেই।

মানচিত্রের বাইরে নির্মিত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ভাস্কর্যসহ অন্যান্য ভাস্কর্যগুলো এতটাই নিম্ম মানের যা মাঝে মধ্যেই ভেঙ্গে পড়ে। অনেকগুলোর ভেতরের রডের বদলে চিকন তার দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে শিলাবৃষ্টি বা ঝড় হলে সেগুলো ভেঙে যায়। কয়েকদফা সেগুলো পুনরায় রিপিয়ারিং করাও হয়েছে। এছাড়া প্রতিবছর ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসকে ঘিরে রিপিয়ারিংসহ পালিশ করে দৃষ্টিনন্দন করে তোলা হয়।

আন্তর্জাতিক মানের করে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণের স্থান, ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের স্মৃতি, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা সমৃদ্ধ তথ্য ও নিদর্শন দেশবাসী ও তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং বিদেশীদের কাছে মূর্ত করে তুলতে শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে স্মৃতিকেন্দ্র নির্মান করা হয়েছে । অথচ উদ্বোধনের আগেই নষ্ট হয়ে যাওয়াতে পর্যটকরা আহত হচ্ছেন।

মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৮ সালে কাজ শুরু করে মাঝে প্রকল্প কাটাছেড়া করা হয়। ফলে কাজটি শেষ হয় ২০১১ সালে। অতিনিম্নমানের কাজ হবার কারণেই ভাষ্কর্যগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। প্রকল্পর অন্যান্য কাজ এখনও অসমাপ্ত আছে।

আমবাগান পরিচর্যার জন্য অপেক্ষা
ঐতিহাসিক আম্রকাননে বর্তমানে ১১০৭টি গাছ বেঁচে রয়েছে। পরিচর্যার অভাবে ইতোমধ্যে শতাধিক গাছ মারা গিয়েছে। ফলে বাগানটি ক্রমশই শ্রীহীন হয়ে উঠছে। জীবিত ১১০৭টি গাছের পরিচর্যার জন্য মেহেরপুর হর্টিকালচার সেন্টার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ৮০ লাখ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। কয়েক মাস

আগে কৃষি মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক খান মুজিবনগর পরিদর্শনে গিয়ে ওই প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন। একটি গাছকে পাইলট হিসেবে ধরা হয়েছে। ফলাফল আসলে পুরো প্রকল্পটি শুরু হবে।

স্বাধীনতা সড়ক
১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদিতে ভারতের কলকাতা থেকে যে মেঠোপথ ধরে জাতীয় চার নেতাসহ দেশ-বিদেশের সাংবাদিকরা এসেছিলেন সেই মেঠপথটিকে স্বাধীনতার অর্ধশত বছর উৎযাপন উপলক্ষে বর্তমান সরকার ‘স্বাধীনতা সড়ক’ নামে নামকরণ করেছেন। ওই মেঠপথটির বাংলাদেশের অংশ ৫০০ মিটার সড়ক ১ কোটি ৪ লাখ টাকা ব্যায়ে ইতিমধ্যে পাকাও করা হয়ে গেছে। ২০২১ সালের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে এ সড়কের উদ্বোধন করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী।

দুই যুগ আগে স্থাপিত মুজিবনগর কমপ্লেক্সে বর্তমানে যা আছে:
১১টি মন্ত্রনালয়ের প্রায় ৩’শ কোটি টাকা বরাদ্দে গড়ে উঠেছে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র । এর মধ্যে পর্যটক মোটেল, শপিংমল, শিশু পরিবার, ডাকঘর, হেলিপ্যাড, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ছয় দফা ভিত্তিক মনোরম গোলাপ বাগান, অত্যাধুনিক মসজিদ, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলাদেশের মানচিত্র ও জাদুঘর। এখন পর্যন্ত এসব কোন স্থাপনাই আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়নি। অথচ প্রকল্পের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ধাপের কাজ শেষ হয়েছে অন্তত ১০ বছর আগে। সবশেষে সাড়ে আট কোটি টাকা ব্যয়ে বড় মিলনায়তন নির্মাণের কাজও শেষ হয়েছে।

তবে এখনো প্রশাসনিক প্লাজা, অ্যাপ্রোচ রোড, বিদ্যুৎ, জেনারেটর ক্রয় (১০০-কেভিএ), মানচিত্রে স্টেজে কাঠের কাজ, সিঁড়িতে এসএস রেলিং, জলছাদ র্যাম্প ও এসপিএমসিবি পাওয়ার সকেট, আন্ডার গ্রাউন্ড সার্ভিস লাইন কাজ আজও শেষ হয়নি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপটেন (অব) আব্দুল মালেক বলেন, ১৭ এপ্রিল আমাদের গৌরবের, অহংকারের। দিবসটিতে শুধু মুজিবনগর উপজেলায় ছুটি ঘোষনা নয়, জাতীয় শপথ দিবস করে দিনটি সরকারি ছুটি ঘোষনা করার দাবী জানাচ্ছি।
মেহেরপুরের গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভু রাম পাল বলেন, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে যাদুঘর সংস্কার, রাস্তা সংস্কার, রঙ করা সহ কমেপ্লক্স চত্ত্বর পরিস্কার পরিচ্ছন্নসহ প্রায় ২৬ লাখ টাকা বরাদ্দ ধরে সংস্কার কাজ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম বলেন, সর্বশেষ যে প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে তা কোন অবস্থায় আছে আমার জানা নেই। এটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিষয়। তবে মুজিবনগর দিবসকে ঘিরে জেলা প্রশাসন সকল ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব আবু বাকের তৌহিদ বলেন, মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পটি প্লানিং কমিশনে পাঠানো হয়েছিলো । সেখানে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা হয়েছে। সভা থেকে কিছু সংশোধনী দেওয়া হয়েছে। সংশোধন করে আবার প্লানিং কমিশনে পাঠানোর প্রক্রিয়ায় রয়েছে।
যেভাবে ১৭ এপ্রিল:

অনেক জীবন এবং এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ পেয়েছিল তার আসল বাস্তবতা। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ বাঙালী জাতির আন্দোলনের কারণ সম্পর্কে সেই ১৮৮৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত অনেক ঘটনায় উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশীদের স্বপ্ন চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল ১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর আম বাগানে। যেখানে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নিয়েছিল। সেখানে সেই মহতী অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিলেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক এবং বিশিষ্ট বাজনীতিবিদগণ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে একটি রেডিও সেন্টার স্থাপন করে প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠান সারাদেশে সম্প্রচার করা হয়েছিল এবং মুজিবনগর সেদিন পেয়েছিল ঐতিহাসিক মর্যাদা।
১০ এপ্রিল ১৯৭১ এক ঘোষনার মাধ্যমে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছিল যা মুজিবনগর থেকে ইস্যু করা হয়েছিল । এখানে উল্লেখ্য এই ঘোষনা বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বের ঘোষনাকে দৃড়ীকরন করে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রথম প্রবাসী সরকারের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তাজউদ্দীন আহমেদ।

সে সময় পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী মেহেরপুরকে করতলে নিলেও পৌঁছুতে পারেনি বৈদ্যনাথতলায়। তদানীন্তন মেহেরপুর মহাকুমার বাগোয়ান ইউনিয়নের নিভৃত পল্লী বৈদ্যনাথতলা। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সমস্ত সময়টুকু এ জায়গাটি ছিল নির্বিঘ্ন। বি্◌িরটশ শাসনামলে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর ছিল মহাকুমা শহর । সে সুবাদে কলকাতার সাথে এই বৈদ্যনাথতলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগের ব্যাবস্থা ছিল। সরকার গঠনের পর মুজিবনগরকে

অন্তর্র্বতীকলিন রাজধানী ঘোষনা করা হয়েছিল। পাশাপাশি স্বাধীতার ফরমান জারি করে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করা হয়েছিল। ওই সময় ও শপথ গ্রহণের স্থানকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে বৈদ্যনাথতলা নাম পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় মুজিবনগর। তখন থেকে ১৭ এপ্রিলকে বলা হয় মুজিবনগর দিবস। এবং সেই থেকেই এই দিনটি মুজিবনগর দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। মুজিবনগর সরকার দেশকে ৬টি জোনাল কাউন্সিলে ভাগ করেছিল যা জনগনের সমস্যার দেখভাল করত। সে সময় মুজিবনগর হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের প্রেরণার উৎস এবং জাতির ভাবমূর্তি অক্ষ্ন্নু রাখতে যথাসম্ভব যাকিছু করার ছিল তাই করেছিল। মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন আমাদের মুক্তি সংগ্রামে এবং ইতিহাসে এক মাইল ফলক। যা বিশ্বকে সাহায্য করেছিল আমাদের মুক্তিয্দ্ধুকে সমর্থন করতে। পরবর্তীতে ৯মাস যুদ্ধ শেষে চুড়ান্তভাবে স্বীকৃত পেয়েছিল একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে।

আজকের কর্মসূচী
সকাল ৯টায় মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, গার্ড অব অনার প্রদান। সকাল ১০টায় শেখ হাসিনা মঞ্চে জাতীয় ও স্থানীয় নেতাদের সমন্বয়ে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবে। পরে সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে শেখ হাসিনা মঞ্চে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলির সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ। অতিথি হিসেবে থাকবেন উপদেষ্টামণ্ডলির সদস্য খায়রুজ্জামান লিটন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ, আ.ফ.ম বাহাউদ্দিন নাসিম, সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেনসহ আশেপাশের জেলার সংসদ সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন বলে জেলা প্রশাসন থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে।

নিখোঁজের ১২ ঘন্টা পর গাংনীতে

শিশুর মরদেহ উদ্ধার

পুকুরে নিখোঁজের ১২ ঘন্টা পর সাব্বির হোসেন (১২) নামের এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত সাব্বির হোসেন গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের জাহিদ হোসেন ও সৌদি প্রবাসী শাবানা খাতুনের ছেলে।

আজ রবিবার দুপুর তিনটার দিকে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় পুকুরের সিড়ির নিছ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পুকুরের সিড়ির নিচে আটকে তার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পরিবারের লোকজন।

জাহিদ হোসেন জানান, গতকাল শনিবার দুপুরে ছোট ভাই ও বন্ধুদের সাথে স্কুলের পুকুরে গোসল করতে যায় সাব্বির। খেলতে গিয়ে অসাবধানতা বসত পুকুরের সিড়ির নিচে আটকে পড়ে শিশুটি। সবাই পুকুর থেকে উঠে পড়লেও সাব্বিরকে খুজে পাওয়া যাচ্ছিলনা।

বিষয়টি তার বন্ধুদের নজরে ছিল না। গোসল শেষে তারা বাড়ি ফিরলেও সাব্বির বাড়ি ফেরেনি। তখন থেকে খোঁজাখুজি শুরু হয়। এক পর্যায়ে তার পিতার সন্দেহ হলে আজ রবিবার দুপুরের দিকে তিনি ওই পুকুরে গিয়ে ছেলের খোঁজ করতে থাকেন। এসময় সিড়ির নিচে আটকে থাকা সাব্বিরের মরদেহ উদ্ধার করেন তিনি।
গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এতথ্য নিশ্চিত করেন।

গাংনীতে র্যাবের অভিযানে দেড় কেজি গাঁজাসহ আটক ১

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) একটি টিম অভিযান চালিয়ে দেড় কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ মোঃ নাহিদ ইসলাম (২০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

আটক নাহিদ হোসেন গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের মোঃ লাল্টু মিয়ার ছেলে। আজ রবিবার (১৬ এপ্রিল) দুপুরের দিকে এই অভিযান চালান র্যাব।

র্যাব-১২ মেহেরপুর সিপিসি-২ এর গাংনী ক্যাম্প কমান্ডার সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার (এএসপি)মোঃ গোলাম ফারুকের নেতৃত্বে র্যাবের একটি টিম গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুরধলা গামী পাকা রাস্তার উপর অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন। এসময় তার নিকট থেকে দেড় কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দিয়ে গ্রেফতারকৃত আসামীকে গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বেকার সমস্যা ও তার সমাধান

(সংকেত: ভূমিকা; বেকার সমস্যা কী; বেকারত্বের ধরণ ও প্রকারভেদ; বেকার সমস্যা ও বাংলাদেশ; বেকারত্বের কারণ; বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট; বেকারত্বের নেতিবাচক প্রভাব; বেকারত্ব দূরীকরণের উপায়; উপসংহার।)

ভূমিকা: কোনো দেশের জনশক্তির তুলনায় কর্মসংস্থানের স্বল্পতার ফলে সৃষ্ট সমস্যাই বেকার সমস্যা। বর্তমান বাংলাদেশে এই সমস্যা জটিল ও প্রকট আকার ধারণ করেছে। যা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। কর্মহীন এই বিশাল উদ্বৃত্ত জনশক্তি না পারছে দেশের অর্থনীতিতে কোনো অবদান রাখতে, না পারছে নিজের সুন্দর-সমৃদ্ধ ভবিষ্যত নির্মাণ করতে। বেকারত্বের অসহ্য যন্ত্রণায় তারা জড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে। ফলে রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বত্র দেখা দিচ্ছে বিশৃংখলা। ক্রমবর্ধমান এই সমস্যা সমাধানে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেকোনো সময় ভয়াবহ ভাঙনের মুখে পড়বে।

বেকার সমস্যা কী: বেকারত্ব বলতে মূলত বোঝায় কর্মক্ষম শ্রমশক্তির পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার সংজ্ঞা

অনুযায়ী, “Unemployment (or joblessness) occurs when people are without work and actively seeking work.” The Bureau of Labour Statistics (BLS) বেকারত্বের সংজ্ঞায় বলেছে- ‘বেকারত্ব হচ্ছে এমন কিছু মানুষের কর্মহীন অবস্থা; যাদের কোনো কর্ম নেই, গত চার সপ্তাহ যাবত সক্রিয়ভাবে কাজের সন্ধান করছে এবং তারা কাজের জন্য প্রস্তুত।’ বাংলাদেশের শ্রমশক্তি সম্পর্কিত জরিপে (এলএফএস) বেকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এমন ব্যক্তিকে যার বয়স ১০ বছর কিংবা তার বেশি; কাজের জন্য প্রস্তুত থেকে সক্রিয়ভাবে কাজের অনুসন্ধান করেও যে কাজের সুযোগ পায়নি বা কাজ করতে পারেনি।

বেকারত্বের ধরণ ও প্রকারভেদ: দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সামাজিক অবকাঠামো, বেকারত্বের সংজ্ঞা, কারণ ও বৈশিষ্ট্যের বিচারে বেকারত্ব বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা, রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত দুর্বলতার ফলে সৃষ্টি হয় অবকাঠামোগত বেকারত্ব। হঠাৎ কোনো মিল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা স্থানান্তরের ফলে আকস্মিক বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। কারিগরি বা প্রযুক্তিগত অপর্যাপ্ততার দরুণ বেকার সমস্যা তৈরি হয়। তৈরি পোশাকশিল্পসহ অন্যান্য মৌসুমি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা দেয় মৌসুমি বেকারত্ব। আবার কাজের ধরণের সঙ্গে শ্রমশক্তির দক্ষতার অসঙ্গতির ফলে সৃষ্টি হয় এক ধরণের বেকারত্ব। তবে বাংলাদেশে কাঠামোগত বেকারত্বের হারই বেশি।

বেকার সমস্যা ও বাংলাদেশ: বর্তমান বাংলাদেশে বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, কমনওয়েলথসহ একাধিক সংস্থার সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী গত এক দশকে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার বেড়েছে ১.৬ শতাংশ, যেখানে কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির হার ২ শতাংশ। এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে ২০২২ সালে মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে ২১ কোটিতে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (আইএলও) সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে মোট প্রায় ৩০ লাখ বেকার। এই বিশাল বেকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষিত বেকারের হারই বেশি।

বেকারত্বের কারণ: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশে বেকার সমস্যা সৃষ্টির পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাবিধ কারণ রয়েছে। কিছু কারণ নিচে তুলে ধরা হলো-

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব: ২০০ বছর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক এবং ২৪ বছর পাকিস্তানি শাসনের সময় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন চরমভাবে

অবহেলিত হয়েছে। উপরন্তু তারা শোষণ করে নিয়ে গেছে এদেশের মূল্যবান সম্পদ। ফলে ক্রমেই ভেঙে পড়েছে অর্থনৈতিক অবকাঠামো আর বেড়েছে বেকারত্বের চাপ।

শিল্পবিপ্লবের প্রভাব: শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে অধিক উৎপাদনমুখী যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে। ফলে আধুনিক কৃষিব্যবস্থা জনশক্তির পরিবর্তে কৃষিযন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। শ্রমিকের প্রয়োজন যন্ত্রে পূরণ করায় সৃষ্টি হচ্ছে বেকার সমস্যা।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর চাপ: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো চরমভাবে ভেঙে পড়ে। যুদ্ধোত্তর স্বাধীন দেশে শিল্পায়নে গতিহীনতা, সঠিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অদক্ষতার দরুন বিশাল একটি জনগোষ্ঠী বেকার হয়ে পড়ে। যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বাংলাদেশকে এখনও তাড়িয়ে ফিরছে।

অধিক জনসংখ্যা: বাংলাদেশে বেকার সমস্যার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জনসংখ্যার সীমাহীন চাপই মূলত এর জন্য প্রধানত দায়ী। যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, সেই অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে না।

শিক্ষা ব্যবস্থায় অসঙ্গতি: বাংলাদেশের শিক্ষার হার কম। তদুপরি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এতে নেই বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ। বছর বছর সনদধারী শিক্ষিত জনশক্তি তৈরি হলেও তৈরি হচ্ছে না যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি।

অপরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থা: কৃষকের অসচেতনতা ও অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার বেকার সমস্যার অন্যতম কারণ। জমির উর্বরতা হ্রাস, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমি উৎপাদন শক্তিহীন হয়ে যাওয়ায় নষ্ট হয় কাজের সুযোগ।

রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোগত দুর্বলতা: সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উদ্যোগহীনতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, সীমাহীন দুর্নীতি প্রভৃতি কারণে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। যার ফলে বাড়ছে বেকারত্বের চাপ।

কায়িক শ্রমে অনীহা: কায়িক শ্রমের প্রতি অনীহা বেকার সমস্যার একটি

অন্যতম প্রধান কারণ। অভাব অনটন সত্ত্বেও এদেশের মানুষ কায়িক পরিশ্রম করতে আগ্রহী নয়। প্রাতিষ্ঠানিক চাকরি না পেয়ে বেকার হয়ে বসে থাকে, কিন্তু নিজেই আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ভাগ্যোন্নয়নে উদ্যোগী হয় না।

বেকারত্বের নেতিবাচক প্রভাব: বেকারত্ব একটি অভিশাপ। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সর্বত্র এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বেকারত্বের ভয়াল থাবায় দুর্বল হয়ে পড়ে রাষ্ট্রকাঠামো। বেকারত্বের কারণে কোনো কাজ না পেয়ে মানুষ নানা অবৈধ ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়। সমাজে খুন, রাহাজানি, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। স্থবির হয়ে যায় অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা। দেখা দেয় শাসনতান্ত্রিক বিশৃংখলা। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে প্রভাবশালী দেশগুলো। ফলে দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

বেকারত্ব দূরীকরণের উপায়: বাংলাদেশের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে। যথা-

– যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করতে হবে। অধিক জনসংখ্যাকে দেশের বোঝা নয়, সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

– বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরি করতে হবে। নারী শিক্ষার সম্প্রসারণে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

– ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

– কোনো কাজকেই তুচ্ছ না ভেবে কায়িক পরিশ্রমের মর্যাদা দিতে হবে।

– পরিকল্পিত শিল্পকারখানা গড়ে তুলে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

– আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ শ্রমশক্তি গড়তে তুলতে হবে।

– ভাষাগত দুর্বলতা দেশি-বিদেশি শ্রমবাজারে কর্মসংস্থ্না প্রাপ্তিতে একটি বড় সমস্যা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের ভাষাগত দুর্বলতা কাটিয়ে তুলতে হবে।

– কর্মক্ষম শ্রমিকদের বিদেশে কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

– শিক্ষিত যুবসমাজকে গ্রামমুখী করতে হবে।

– তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে ইন্টারনেটে আউটসোর্সিং হতে পারে বেকারত্ব হ্রাসের আরেকটি উপায়।

উপসংহার: বেকারত্বের ভয়াবহ অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে সমগ্র জাতিকেই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলীয়করণের মনোবৃত্তি পরিহার করে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মে নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি। রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে বেকারত্ব থেকে উত্তরণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের ইফতার মাহফিলের আয়োজন

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের আয়োজন পবিত্র মাহে রমজানের ২৩তম দিনে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় জেলা প্রেসক্লাবের নিজস্ব কার্যালয়ে সকল সদস্যদের নিয়ে এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, গাংনী উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মাহবুবুল হক সহ মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ।

মেহেরপুরে পর্ণোগ্রাফি মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে গৃহবধুর পর্ণোগ্রাফি আইনে দায়ের করা মাসলার আসামি রফিকুল ইসলাম (৫০) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। রফিকুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনা গ্রামের বেলতলাপাড়া এলাকার মৃত ফজের আলীর ছেলে।

গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। পরে বিকালের দিকে তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে গত শুক্রবার রাতে গাংনী পৌর এলাকার উত্তরপাড়া গ্রামের কাঠমিস্ত্রি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী ও এক সন্তানের জননী তার বিরুদ্ধে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, আসামি রবিউল ইসলাম বিভিন্ন সময় তাকে প্রলোভন দেখিয়ে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসতো। এতে মামলার বাদী রাজি না হওয়ায় আসামি তাকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও মান-সম্মান নষ্ট করার ভয় দেখিয়ে তার সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলাতে বাধ্য করে। একপর্যায়ে জিয়াউর রহমানের স্ত্রী সংসার ছেড়ে রবিউল ইসলামের সাথে বিয়ে করে নেয়। সংসারের ১৫ দিনের মাথায় জানতে পারে রবিউল ইসলাম এর আরও একটি স্ত্রী রয়েছে। তাই সে রবিউল ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্বের স্বামীর কাছে চলে আসে। এরপর আসামি রবিউল ইসলাম আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ফলে ১৫ দিনের সংসার জীবনের বিভিন্ন শারীরিক সম্পর্কের গোপনে ধারণকৃত ভিডিও বর্তমান স্বামী জিয়াউর রহমানের কাছে পাঠিয়ে সংসার নষ্ট করার চেষ্টা করে।

রবিউল ইসলাম ইতোপূর্বে গোপনে ধারনকৃত ছবি ও ভিডিও তার বর্তমান স্বামীর জিয়াউর রহমানের কাছে পাঠানোর হুমকি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কের জন্য কুপ্রস্তাব দেয়। এতে বাদী নিরুপায় হয়ে কখনো চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও গাংনী এলাকার কয়েকটি বাড়িতে নিয়ে তার সাথে অবৈধভাবে শারীরিক সম্পর্ক করে।

কিছুদিন পূর্বে বাদি অবৈধ সম্পর্কে রাজি না হওয়ায় তার ১১ বছর

বয়সী শিশু লিজনকে মোটরসাইকেলে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে তুলে নিয়ে যায়। পরে বাদি রবিউল ইসলামের সাথে শারীরিক সম্পর্কে রাজি হলে ছেলেটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলেও জানান জিয়াউর রহমানের স্ত্রী।

আসামি গত ২ এপ্রিল বাদীর নগ্ন ছবি ও ভিডিও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তার স্বামীর মোবাইলে পাঠিয়ে সংসার ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী জিয়াউর রহমানের স্ত্রী গত শুক্রবার (১৪ এপ্রিল) রাতে রবিউল ইসলামকে আসামি করে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে নারীর অজ্ঞাতে তার নগ্নছবি মোবাইল ফোনে ধারন করে অন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে সামাজিক ও মানসিকভাবে মর্যাদাহানি করার অপরাধ আইনে মামলা দায়ের করেন।